যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্গত ইতিহাস বিভাগের ডক্টরেট অফ ফিলজফি (পিএইচডি) উপাধির আংশিক শর্তপূরণে প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ এর সংক্ষিপ্তসার

[শিরোনাম]

ঔপনিবেশিক পুঁজি ও ছোটনাগপুরের আদিবাসী শ্রমিক জীবন (১৭৯৩-১৯৬৫ খ্রীঃ)

ছোটনাগপুর মালভূমি পূর্ব ভারতের ঝাড়খণ্ড, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা ও ছত্রিশগড়ের বেশ কিছু অংশ নিয়ে অবস্থিত। এই মালভূমি অঞ্চলে সাঁওতাল, হো, মুণ্ডা, কোল আদিবাসীদের বসতি ছিল অধিক। তাঁদের জীবনে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে কৃষি ছিল ছোটনাগপুর মালভূমি অর্থনীতির মূল ভিত্তি। কৃষিকে কেন্দ্র করেই তাঁদের জীবন আবর্তিত হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর পর থেকে ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা অঞ্চল ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির নিয়ন্ত্রণ হতে থাকলে অর্থনীতি প্রসারে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। কৃষি জমিতে আদিবাসীদের অধিকার প্রায়ছিল না বললেই চলে। ঔপনিবেশিক পর্যায় থেকে আদিবাসীরা ক্রীতদাস রূপে এবং আদিবাসী ভুমিদাসের স্ত্রীরা জমিদারের বিলাসের সম্পত্তি থেকে শ্রমিকে পরিণত হওয়ার একটি বড় চিত্র লক্ষ্য করা যায়। ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ পর্বে ও স্বাধীনতা পর্বের প্রথম পর্বে ছোটনাগপুর অঞ্চলে আদিবাসী বিদ্রোহগুলি নিজ বসতভুমি ও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে ছিল। আদিবাসীদের প্রতি ঔপনিবেশিক শক্তির এই শোষণ যে পর্যায় ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছিল তার সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ পুঁজি।

ঔপনিবেশিক পর্যায় থেকে যে, শোষণ, বঞ্চনা, ধিক্কার এই শব্দগুলি প্রয়োগ হয়েছিল প্রান্তিক আদিবাসীদের জন্য তাঁর অন্যতম বহিঃ প্রকাশ দেখা যায় কৃষি ক্ষেত্র থেকে খনিজ ক্ষেত্রে।ঔপনিবেশিকদের পুঁজির নিয়ন্ত্রণে কয়লা, পাথর, লোহা, চুনাপাথর, ইউরেনিয়ামের মত আকরিকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল ছোটনাগপুর মালভূমির ক্ষেত্র জুড়ে। খনিজ পদার্থের উত্তোলনের পাশপাশি খনিতে কর্মরত শ্রমিকদের জীবনচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সমস্ত খনি

এলাকায় ছোটনাগপুরের অসংখ্য আদিবাসী শ্রমিকদের জীবন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিল ঔপনিবেশিক পর্যায় থেকেই। ঔপনিবেশিক যুগ থেকে কৃষির পাশাপাশি বড় বড় ভারী শিল্পের কারখানার মত খনিতে তাঁদের যোগদান লক্ষ্য করা যায়। আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল, হো, কোল, মুণ্ডা ও অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীর অবস্থান এই খনি ক্ষেত্রে সবচেয়ে অধিক ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর সময়কাল থেকে খনিজ উত্তোলনের পাশাপাশি খনির প্রচলন আদিবাসী শ্রমিকদের জীবনধারাকে পরিবর্তিত করেছিল। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তি শিল্প পুঁজির শক্ত নিগড়ে বেঁধে রেখেছিল আদিবাসীদের। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ছোটনাগপুর মালভূমি সমৃদ্ধ হলেও সামাজিক ক্ষেত্রে আদিবাসী শ্রমিকদের জীবনযাত্রা বিঘ্নিত করেছিল।অতিরিক্ত খননের চাহিদা ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে প্রশস্ত করেছিল খুব দ্রুত। ঔপনিবেশিক শক্তির শোষণের ফলে ভারতের বাইরে বিভিন্ন অঞ্চলে আদিবাসী শ্রমিকদের শোষণ কাহিনির বিস্তৃত রুপ পরিলক্ষিত হয়েছিল। উন্নয়ন ও আইনশৃঙ্খলার নামে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আদিবাসী অর্থনীতি। কৃষি ও খনি শিল্প ভিন্ন তাদের জীবিকা নির্বাহ অসংগঠিত ক্ষেত্রে অধিক দেখা যায়। "বাধ্য হয়ে অসংগঠিত ক্ষেত্রে আদিবাসী নারীদের কাজ করতে হচ্ছে" এমন দাবী করেছেন দেবশ্রী দে তাঁর "পূর্ব ভারতের আদিবাসী নারী ব্রিতান্ত" নামক গ্রন্থে। তা না হলে ছোটনাগপুর মালভূমিকে "Nation of Proletariat" বলার কারণ যুক্তিগত নয়। খনি অঞ্চল সম্পর্কিত গৌন উপাদান থেকে আদিবাসী শ্রমিকদের দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। কঙ্গো অঞ্চল থেকে আফ্রিকার নানা স্থানে খনিতে আদিবাসীদের আধিক্য দেখা যায়। এই পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট থেকে গবেষণার সুত্রপাত বা বলা যেতে পারে আদিবাসী শ্রমিকদের উদ্ভবের কারণ ও ঔপনিবেশিক পুঁজির প্রভাবের কথা নিয়ে ঐতিহাসিক গবেষণা বিশ্লেষণের প্রেক্ষাপট তৈরী করেছিল।

এই গবেষণায় যে সমস্ত প্রাথমিক ও গৌন উপাদানের সাহায্য নেওয়া হয়েছে তা সত্যিই মুল্যবান ও আদিবাসী শ্রমিকদের ইতিহাস জানার বিশিষ্ট দলিল। এই গবেষণায় তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের সাথে ও স্থানীয় জমিদারদের সাথে আদিবাসীদের সম্পর্ক জানতে তৎকালীন জমি বন্দোস্তের প্রভাব জানার জন্য বিনয় ভূষণ চৌধুরির লেখা গ্রন্থ "Economic History of Eighteenth to Twentieth century' নামক গ্রন্থ পাঠ প্রয়োজনীয় ছিল। জমিদারদের জমিদারিত্ব ও কৃষি ব্যবস্থার বন্দোবস্তের জন্য ১৭৯৩ সালে ঔপনিবেশিক সরকার প্রবর্তিত চিরস্থায়ী

বন্দোবস্ত জমিদার ও আদিবাসী কৃষকদের সম্পর্ক যে জবরদস্তিমূলক হয়ে উঠেছিল সেই সংক্রান্ত তথ্যসুচি যেমন Accounts Respecting the Territorial Revenues and Disbursements নামক সরকারি রিপোর্ট,ও Report of the Survey and settlement operations (1898-1907), Santal Paragana এবং Birbhum এররিপোর্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ঔপনিবেশিক সময়কালে বিহারের ও উড়িষ্যার *অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে* জ্ঞান প্রকাশের গবেষণায় 'Bonded histories' নামক গ্রন্থের মধ্য দিয়ে অবগত হওয়া যায় জমির 'মালিক' শ্রেণীর নিয়ন্ত্রন থেকে 'কামিয়া' নামক আদিবাসী কৃষক শ্রেণির চুক্তিবদ্ধ দাসত্ব ও সেই পরিস্থিতিতে থেকে মুক্ত হওয়ার ইতিহাস।ঠিক একইভাবে সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোল আদিবাসীদের উপর জমিদার ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অত্যাচারের ইতিহাস হান্টার রচিত 'A Statistical account of Bengaland Santal Paragana', পশ্চিমবঙ্গ সাঁওতাল বিদ্রোহ সংখ্যা, তারাশঙ্করের অরহ্যবহ্নি লেখা থেকে তৎকালীন বিদ্রোহ পূর্ণ অবস্থা প্রতিভাত হয়। আদিবাসী কৃষক থেকে শ্রমিক হওয়ার প্রক্রিয়ায় জমির মত বাঁধা অতিক্রম করে খনির মত ক্ষেত্রে প্রবেশের কথা List of Mines other than coal mines ১৯০১ সালের বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা জেলার সরকারি সেন্সাস রিপোর্ট একের পর এক পুঁজিপতি শ্রেণীর উত্থান অতিরিক্ত মুনফা লাভের আশায় ঔপনিবেশিক সরকারের বাণিজ্য নীতি অনুসরনে জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের নাম করে খনি অঞ্চল আবিস্কারে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। ১৮৭০ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত খনি অঞ্চলে পুঁজিপতিদের উত্থানের কথা সুনীতি কুমার ঘোষের লেখা Private Investment in India 1900-1939', এবং অমিয় কুমার বাগচীর 'Colonialism and Indian Economy' লেখা থেকে জানা যায়। স্থানীয় বাঙালি, বিহারী ও উড়িয়া পুঁজিপতিদের উদ্ভবের ফলে খনিতে কর্মরত শ্রমিকদের জীবন অতিস্ট হয়ে উঠেছিল যা সরকারি Report on an enquiry into the living conditions of workers employed দ্বারা স্পষ্ট হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকেই ছোটনাগপুর মালভূমিতে খনির প্রচলনে আদিবাসী মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে শ্রমের পার্থক্য জানা যায়। আদিবাসী মহিলারা খনিতে শ্রম দান করতে গিয়ে যে বৈষম্যের শিকার হয়েছিল তা জানতে রাখী রায়চৌধুরির Gender and Labour in India (১৯০০-১৯৪০)সালের গ্রন্থ ও কুন্তলা লাহিড়ীর লেখা কয়লা খনির ইতিহাসেও প্রাথমিক উপাদান ১৯৪০, ১৯৫৩ ১৯৬১ সালে খনিতে মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইনের রিপোর্ট

দেখার চেষ্টা করেছি। কয়লা খনির মত ছোটনাগপুরের অন্তর্গত বীরভুমে পাথর খাদান খনিতে আদিবাসী শ্রমিকদের একই অবস্থার উদাহরন দিতে A Preliminary work on Assessment of Dust Hazard in Indian mines,Environment pollution in mines and mining area, ও বীরভূমের অর্থনৈতিক ইতিহাসের উপর গৌন উপাদান পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শক্তি ও স্থানীয় পুঁজিপতি শক্তির সম্মিলিত প্রয়াসে ছোটনাগপুরের খনি অঞ্চলে অর্থনৈতিক পরিবর্তন দেখা দিলেও সমাজের উন্নয়ন শব্দটির বহিঃপ্রকাশ বিন্দুমাত্র দেখা যায়নি। উন্নয়নের প্রেক্ষিতে ভারতবর্ষ যে অবস্থানে রয়েছে তাতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অবস্থান ছিল একদম নিম্নে। সামাজিক থেকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে তাদের অবস্থান ও অন্যান্য গোষ্ঠীর তুলনায় নিম্নে রয়েছে যা মুখ্য থেকে ঐতিহাসিক গৌন উপাদানে বারংবার উল্লেখিত হয়েছে। অপরদিকে ছোটনাগপুর সংক্রান্ত সরকারী খনি রিপোর্ট থেকে খনি শিল্পাঞ্চলে যে পরিমাণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে তাতে ছোটনাগপুর অঞ্চলের খনির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল তা জানা যায়। ঔপনিবেশিক পুঁজি আদিবাসী শ্রমিকদের জীবনকে যে ভঙ্গুর করেছিল তা নিঃসন্দেহে প্রকাশ করা যায় তা হলে ট্রেড ইউনিয়ানের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজনীয় হত না। উড়িষ্যায় ১৯২৬ সালের ট্রেড ইউনিয়ান আইন রিপোর্ট, ১৯৪৮ ও ১৯৬২ সালে বাংলা ও বিহারে ট্রেড ইউনিয়ান আইনের রিপোর্ট, ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৭ সালের বিভিন্ন বাংলা শ্রমিক পত্রিকা, ১৯৫২ তে পুনরায় ফ্যাক্টারি নিয়ম প্রচলিত হওয়ার তথ্য থেকে খনিক্ষেত্রে আদিবাসীদের দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে ট্রেড ইউনিয়ানের গঠন যে প্রয়োজনীয় ছিল তা সহজেই প্রতিভাত হয়।খনি যে ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বড় একটি উৎস ছিল তা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায়।

ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ পর্বে ছোটনাগপুর মালভূমির অর্থনীতি দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করলেও আদিবাসী গোষ্ঠীর কৃষক থেকে শ্রমিকে পরিণত হওয়ার অবস্থা ও নিত্য নৈমিত্তিক জীবনধারা যে দিকে প্রবাহিত হয়েছিল তা অনেকগুলি প্রশ্নের সম্মুখীন করে তুলেছিল যার ফলে এই গবেষণা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্দধ হয়। এই গবেষণায় কয়লা খাদানের মত পাথর খাদানেও যে আদিবাসী শ্রমিকদের একই অবস্থা প্রতিভাত হয়েছিল তার উল্লেখযোগ্য দিকগুলি এই গবেষণায় বিশেষভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি:

আমরা মূলত এই গবেষণার কাজের পদ্ধতিকে ৩ ভাগে বিভক্ত করেছি। গবেষণার প্রথম পর্যায়ে, নিম্নবর্গীয় আদিবাসী ক্ষেতমজুরদের খনিতে কাজ করতে আসার প্রেক্ষাপট কি ছিল তা প্রাথমিক ও গৌন উপাদানের মধ্য দিয়ে বিচার ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয়ত ঔপনিবেশিক পর্যায়ে খনিজ খনির উদ্ভব ও স্থানীয় পুঁজিপতিদের উৎসাহ, আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ জানতে সরকারী প্রাথমিক উপাদানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। খনি সংক্রান্ত অঞ্চলে আদিবাসী মহিলাদের অবস্থান ও শারীরিক অবস্থা সঠিক তথ্য অবগত হওয়ার জন্য ক্ষেত্র সমীক্ষার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।খনি সংক্রান্ত এলাকায় ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে আদিবাসী খনির শ্রমিকের অবস্থান ক্ষেত্র সমীক্ষার মধ্য দিয়ে বিস্তারিত জানা সম্ভব হয়েছে। আদিবাসীদের আর্থিক পরিস্থিতি ও উন্নয়নের ধারাকে বুঝতে হলে কিছু সাক্ষাৎকার নেওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল। অন্যদিকে তৃতীয় পর্যায়ে আদিবাসী শ্রমিকদের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে ও ট্রেড ইউনিয়ানের ইতিহাসের সাথে সম্পর্কের দৃঢ়তা জানতে লাইব্রেরীর প্রয়োজন ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। উপরিক্ত তথ্যের ভিত্তিতে খনি সম্পর্কিত এই গবেষণার কাজ প্রতিটি কাজ সঠিক ভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে।

গবেষণাধর্মী প্রশ্নাবলী:

- বর্তমান গবেষণায় ছোটনাগপুরের আদিবাসী শ্রমিকদের নিয়ে কিছু সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথমত ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের আদিবাসী অঞ্চলের জীবিকা নির্বাহের পদ্ধতিগুলি কিভাবে পরিবর্তন হয়েছিল। এই পরিবর্তনের পশ্চাতে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারের ভূমিকা কতটা ছিল তা জানাটা প্রয়োজনীয়।
- ঔপনিবেশিক পর্যায়ে খনি কেন্দ্র গুলি উত্থাপনে ও প্রতিষ্ঠায় যে নিয়মগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল তাতে ঔপনিবেশিক সরকারের হস্তক্ষেপ কতটা ছিল তা জানা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একের পর এক খনি অঞ্চল বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে আদিবাসী শ্রমিকদের খনি ক্ষেত্রে যোগদান ও বৃদ্ধির কি সম্পর্ক ছিল তা পরিস্ফুট হওয়া প্রয়োজনীয়।
- ঔপনিবেশিক পর্যায়ে আদিবাসী পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের যোগদান বৃদ্ধি অন্যদিকে খনিতে বৈষম্যতা প্রদর্শন আদিবাসী মহিলাদের সাথে খনির সম্পর্ক নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন তৈরী হয়। ১৯৪০ সালের পরবর্তি আদিবাসী মহিলাদের খনিতে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার কারণ ও খনি ক্ষেত্র থেকে বাগিচা শিল্পে প্রসারিত হওয়া ও খনি ভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্রে না যাওয়ার

কারণ আদিবাসী মহিলাদের শ্রমের উপস্থিতিকে নিয়ে অজ্ঞাত কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন করে তোলে।

- ঔপনিবেশিক পূর্ব থেকে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে খনির সাথে আদিবাসীদের সম্পর্ক কেমন ছিল তা জানতে বীরভূমের পাথর খাদানের উপর বিস্তারিত গবেষণা করা প্রয়োজন ছিল।
- স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আদিবাসী শ্রমিকদের নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মতামত বা বিশ্লেষণ কেমন ছিল কারণ ট্রেড ইউনিয়ানের মত সংগঠিত প্রতিষ্ঠানের প্রভাব আদিবাসী শ্রমিকদের জীবনযাত্রাকে পরিবর্তন করেছিল কিনা তা বিস্তারিত জানতে তৎকালীন রাজনীতিবিদ থেকে পত্র পত্রিকায় কি কি চাহিদা ব্যক্ত হয়েছিল তা জানাটা প্রয়োজনীয় ছিল।

অধ্যায় বিভাজন:

- ভূমিকা
- জীবন ও জীবিকায় ছোটনাগপুর মালভূমির আদিবাসী সমাজ (১৭৯৩-১৮৮০)।
- অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও আদিবাসী শ্রম অর্থনীতিতে প্রভাব (১৮৮০-১৯৩০)।
- বিবর্তিত আদিবাসী কৃষক সমাজ ও আদিবাসী মহিলাদের শ্রমের বাজার(১৯০০-১৯৪০)।
- বীরভূম আদিবাসী উপ্পজাতি ও পাথর খাদান ক্ষেত্র (১৯৪০-১৯৬০)।
- উন্নয়নের প্রেক্ষিতে আদিবাসী ও আদিবাসী শ্রমিক প্রতর্ক (১৯৪৭-১৯৬৫)।
- উপসংহার।

অধ্যায় আলোচনা:

প্রথম অধ্যায়:

১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব ছোটনাগপুর আদিবাসী শ্রেণির উপর কিভাবে পড়েছিল এবং তারা বন ও অরন্যের উপর নির্ভরশীল তা ছেড়ে কৃষি জমির সাথে যুক্ত হয়েছিল তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব তাদের জীবিকায় বিরুপ প্রভাব ফেলেছিল। জমির সাথে তাদের বন্ধন ছিন্ন হয়েছিল পাশপাশি জমিতে নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ব্রিটিশ শাসনের সুত্রপাতে ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবে ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত বাংলা ও বিহারের অধিকাংশ আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকাতে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। জমিহারা আদিবাসী কৃষকরা স্থানীয় জোতদারদের উপর নির্ভর হয়ে পড়েছিল। শোচনীয় অবস্থায় জোতদাররা আদিবাসী কৃষকদের উপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। ১৭৯৯ ও ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে সরকার সমর্থিত দমনমূলক আইনের ফলে চাষির অবস্থা আরো দুর্বিষহ হয়ে উঠে। জমিদাররা তাদের নবলব্ধ ক্ষমতার অপব্যবহার করার কথা পরিস্ফুট হয়েছে এই অধ্যায়ে। অত্যাচার ও অবিচারের সীমা অতিক্রম করলে তারা ব্রিদ্রহের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে এবং একাধিক আদিবাসী কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। ছোটনাগপুরের অন্তর্গত বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে আদিবাসীদের বিদ্রোহ পরিলক্ষিত হলে জীবিকা থেকে পুনরায় উচ্ছেদিত হয়, অর্থাৎ জমি হারা হয়ে ভবঘুরে আদিবাসী কৃষকরা জীবিকার সন্ধানে তারা রত হয় এবং খনি শিল্পের মত কারখানায় অংশগ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, সরকারী ও গৌন উপাদানের ভিত্তিতে খনি শিল্পের মত খনন অঞ্চলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের এক প্রকার বাধ্য করে প্রবেশ করানো হয়। খনির মত শিল্পাঞ্চলে প্রয়োজন ছিল অতিরিক্ত ভারবাহী শ্রমের সেটা একমাত্র সম্ভব ছিল আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের দ্বারা। তাই আদিবাসীদের শ্রমের মাধ্যেমে খনি শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছিল। এই অধ্যায়ের বিস্তারিত আলোচনা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, আসলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের জমি থেকে খনি অঞ্চলে জীবিকা পরিবর্তনের মধ্যে কৃষক থেকে শ্রমিক হওয়ার প্রক্রিয়াকরণ ঔপনিবেশিক সরকারের অন্যতম কৌশল ছিল। এই অধ্যায়টি মূলত ১৭৯৩ সাল থেকে ১৮৮০ পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়:

১৮৮০ সাল থেকে একের পর এক খনিজ খনির আবিষ্কারের ফলে আদিবাসীদের যোগদান খনি ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছিল। খনির আবিষ্কারের সহায়তা করেছিল স্থানীয় পুঁজিপতি ও জাতীয়তাবাদী নেতারা। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির পুঁজির সহায়তায় জাতীয়তাবাদী নেতারা খনি আবিস্কারে আগ্রহ দেখাতে থাকে অতিরিক্ত মুনফা উৎপাদনের জন্য। ১৮৯৮ সালে লায়াল দুর্ভিক্ষ কমিশনের মাধ্যমে লক্ষ্য করা যায় যে, কৃষির সাথে যুক্ত নিচুতলার মানুষেরা ও খনির সাথে যুক্ত আদিবাসী শ্রমিকেরা এতটাই দরিদ্রে বাস করত যে, সারা বছরে দুবেলা তাঁদের নির্দিষ্ট পরিমাণে খাদ্য জোটানো সম্ভব ছিল না। দেশের বিভিন্ন স্থানে চরম অর্থনৈতিক সংকটের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। ঔপনিবেশিক পুঁজির পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে অন্যদিকে আদিবাসী শ্রমিকদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯২০-২১ সালের মধ্যে ব্রিটিশ পুঁজির পরিমাণ ৪৮ কোটি থেকে ১৯৪৫-৪৬ সালে ৭০ কোটিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঔপনিবেশিক পুঁজি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশীয় পুঁজি বিদেশী পুঁজিতে পরিণত হয়েছিল।জাতীয়তাবাদী অর্থনীতির উদ্ভবের ফলে স্থানীয় পুঁজিপতিদের মধ্যে খনি শিল্পায়ন প্রসারিত হতে দেখা যায় এবং কিছু স্থানীয় ব্যবসায়ীদের জন্য কিছু নিয়ম নীতির সূচনা করে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার। দেশীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকে মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী, উড়িষ্যার শ্রী রাম চন্দ্র ভঞ্জ দেও এর মত ব্যবসায়ীদের উত্থান হতে থাকে। সংকীর্ণ শ্রেণি স্বার্থের পাশাপাশি তারা বিশ্বাস করতেন যে একমাত্র ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথেই অর্থনৈতিক পথেই দেশ সমৃদ্ধশালী হবে বা উন্নয়ন সম্ভব। আদিবাসী শ্রমিকদের খনিতে অধিক যোগদানের ফলে মালিকদের অত্যাচার বৃদ্ধি পেয়েছিল। অত্যাচারের পাশাপাশি শ্রমিকদের সংস্কৃতি, কথ্যভাষা, শিক্ষা পরিবর্তিত হয়েছিল। এই প্রভাব তৎকালীন পত্র পত্রিকায় লক্ষ্য করা যায়। বিহার হেরেল্ড থেকে বঙ্গবাসী, বাংলার মুখ, নেটিভ অপিনিয়ন, সমাচার চন্দ্রিকার বিভিন্ন বক্তব্য উঠে এসেছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য দেশীয় উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সমসাময়িক বাংলা পত্রিকাগুলি সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। কোনো পত্রিকা যেমন কর্মসংস্থানের কথা উল্লেখ করেছিল ঠিক তেমনি কিছু পত্রিকা ভারতবাসীর তথা প্রান্তিক গোষ্ঠীর

দারিদ্রতা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছিলেন। এই অধ্যায় মূলত ১৮৮০ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়:

বিবর্তিত সমাজে খনি ক্ষেত্রে আদিবাসী পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের ও অংশগ্রহণ অধিক পরিমানে লক্ষ্য করা যায়। অভিবাসনে আদিবাসী মহিলাদের একাধিক চিত্র ভেসে উঠেছিল। হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় থেকে শমিতা সেন ও রাখী চৌধুরির লেখায় খনিতে শ্রমিক হিসাবে মহিলাদের যোগদানের ভিন্ন ভিন্ন কারণ ও পর্যবেক্ষণ করা যায়। এক প্রকার বাধ্য হয়ে ও জীবিকা গ্রহনের তাগিদে আদিবাসী মহিলাদের খনিক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল তা এই অধ্যায়ের প্রথম ভাগে দেখানো হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যের সাথে আরো একটি বাজারের উদ্ভব হতে দেখা যায় যেখানে আদিবাসী মহিলাদের শ্রম স্বল্প মূল্যে ক্রয়বিক্রয় হত। অল্প মজুরীর বিনিময়ে অধিক শ্রমের ব্যবহার করা হত খনিক্ষেত্র গুলিতে। নির্দিষ্ট সময়ের বাইরেও আদিবাসীদের মহিলাদের খনিগর্ভে ও খনির বাইরেও পরিশ্রম করতে হত। তাদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি, খনিতে কর্মরত মহিলা শ্রমিকদের বাচ্চাদের শিক্ষার ব্যবস্থা, ন্যনুতম মজুরি নির্ধারণ, শারীরিক চিকিৎসার ব্যবস্থার মত কোনো সুবিধা তাদের দেওয়া হতনা। কর্মক্ষেত্রে কাজের কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। ১৯০০ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত এইভাবে খনিক্ষেত্রগুলি আদিবাসী মহিলাদের শ্রমকে অবৈধ ভাবে ব্যবহার করেছিল। ১৯৪০ সালে সাময়িক ভাবে খনিক্ষেত্রে মহিলাদের বিরতি দেখা যায়। তাদের খনিক্ষেত্রে ছাঁটাই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। সেই সমস্ত আদিবাসী মহিলা খনি শ্রমিকদের অবৈধ বাজার গড়ে উঠার বিস্তারিত কাহিনি তথ্যসমৃদ্ধ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায়:

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে যেমন খনিক্ষেত্রের মধ্যে কয়লা খনিশিল্প বড় শিল্পের আকার ধারন করেছিল ঠিক একইরকম ভাবে সেখানে অসংখ্য আদিবাসী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক একইভাবেই কয়লার পাশপাশি স্থানীয় পুঁজিপতিদের প্রভাবে

ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত বাংলার বীরভূম জেলায় পাথরের খনি ও খাদান ক্ষেত্র গড়ে উঠেছিল রাজা এস সি নন্দীর হাত ধরে। বীরভূমের একাধিক ক্ষেত্রে গড়ে উঠা পাথর খাদানে অর্থাৎ ভারী শিল্পের ক্ষেত্রে আদিবাসী শ্রমিকের অবস্থান লক্ষ করা যায়। পাথরের খাদান ও ক্রাশারে অসংখ্য মহিলা ও পুরুষদের অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায়। ঔপনিবেশিক পর্যায়ে পাথর খাদানে যে আদিবাসী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ছিলনা তা নয়, ১৯৪০ সালের পর কয়লার মত বড় খনিতে আদিবাসী মহিলাদের অংশগ্রহণ বন্ধ হলে জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন স্থানে তারা কাজের সন্ধান করতে থাকে এবং আদিবাসী শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বীরভূমের পাথর ক্রাশার বা খাদানের ইতিহাসে যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য ছিল তা হল অবৈধভাবে সামান্য কিছু পয়সার বিনিময়ে আদিবাসীদের জমিগুলি হিন্দু ব্যবসায়ীরা ক্রয় করেছিল অন্যদিকে পাথর খাদানে দীর্ঘদিন কাজ করার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে সিলিকোসিসের প্রভাব মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল। ঔপনিবেশিক পুঁজির প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে স্থানীয় হিন্দু ব্যবসায়ীরা আদিবাসী শ্রমিকদের জন্য 'মারন খনির' সূচনা করেছিল।

পঞ্চম অধ্যায়:

জাতিবিদ্যাগত বৈষম্য ছোটনাগপুর মালভূমির বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল। ইতিহাস চর্চায় স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকদের মধ্যে আদিবাসী শ্রমিকদের নিয়ে সচেতনতা কতটা প্রকাশ পেয়েছিল তা উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে এই অধ্যায়ের প্রথম ভাগে। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় ভাগে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, ট্রেড ইউনিয়ানের উদ্ভব ও আদিবাসী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা ও রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্য। বৈষম্যের জন্যই আদিবাসী শ্রমিকদের অবৈধ শ্রম ব্যবহারের প্রতি বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া শুরু হয়েছিল ১৯২০ সালে ট্রেড ইউনিয়ান প্রতিষ্ঠার পর। যদিও ট্রেড ইউনিয়ান প্রতিষ্ঠার পর বয়ন ও পাট শিল্পের শ্রমিকদের সংগঠিত হতে দেখা যায়। খনির মত বড় বড় শিল্পে ধীরে ধীরে ট্রেড ইউনিয়ানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল কারণ খনির শ্রমিকরা ছিল অসংগঠিত। ট্রেড ইউনিয়ানের সহযোগিতায় ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার খনি শ্রমিকদের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। তাদের দাবি নিয়ে সোচ্চার হতে দেখা যায়। এই অধ্যায়ের তৃতীয় ভাগে আদিবাসী শ্রমিকদের পরিবর্তন কি কি হয়েছিল তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তারা খনি ক্ষেত্রে কাজ করত সাময়িক ভাবে অর্থাৎ

তাদের কাজের স্থায়িত্ব করণ করা হত না যার ফলে তাদের দাবি দাওয়া ও চাহিদার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হত না। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থাৎ নেহেরু যুগে খনিখাতে অনেক অর্থ ব্যায় করা হলেও খনির শ্রমিকদের ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। তাদের মধ্যে বরং বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ান ও তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্যে আদিবাসী খনি শ্রমিকদের জন্য পরিবর্তনের কথা বলা হয়। আম্বেদকর সেই সময়ে দলিত শ্রেণির জন্য পৃথক সদস্যপদের দাবি জানালেও আদিবাসীদের জন্য ভিন্ন সদস্যপদ বর্ধিত হয়নি। তৎকালীন রাজনৈতিক নেতা থেকে স্থানীয় পুঁজিপতিদের অন্তরদ্বন্দ্বেআদিবাসী শ্রমিক শ্রেণি ব্রাত্য হয়ে সমাজে। তারা যে প্রান্তিক উপজাতিতে পরিণত হয়েছিল তাঁর একাধিক রাজনৈতিক কারণ ছিল। ঐতিহাসিক চর্চা থেকে রাজনৈতিক বিশ্লেষণে বারংবার আদিবাসী শ্রমিক শ্রেণি উপেক্ষিত হয়েছিল। এই উপেক্ষার নিদর্শন ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত প্রদর্শিত করার চেষ্টা এই অধ্যায়ে করা হয়েছে। সময়ের পরিমাপ ও দীর্ঘ আয়তনের জন্য এই গবেষণা সন্দর্ভটি এই পর্যায়ে শেষ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

উপসংহার:

পুঁজিবাদের বিখ্যাত সমালোচক কার্ল মার্কস কর্ম নিয়োগের স্বাধীনতাকে যুগান্তকারী অগ্রগতি বলে মনে করতেন। পুঁজিবাদ যত উন্নত হয়, ততই তা সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয় এবং শ্রম পুঁজিবাদী শোষণের এক বিশেষ হাতিয়ারে পরিণত হয়। ধনতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতিতে ক্রমাগত ভাবে একই পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয় তাঁর জন্য খনি শ্রমিকদের সংগ্রাম পুঁজিবাদী শোষণ পদ্ধতিকে বন্ধ করতে পারবে আশা করা যায়।